পাক্ষিক

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শাফায়তকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৭ বর্ষ ॥ ৩য় সংখ্যা

৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০ বাংলা ॥ ১৫ই জুন ১৯৮৩ ইং ॥ ৩রা রমজান ১৪০৩ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক ৩৭শ বর্ষ

আহ্‌মদী ১৫ই জুন ১৯৮৩ ৩য় সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজমাতুল কুরআন : সুরা আল-আনআম (৭ম পারা, ১০ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'রমজানের রোজা'	অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	৩
* অমৃত বাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৪
* জুম্‌য়ার খোৎবা : * আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দানকারী হও'(২)	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আমহদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৬
* বাংলাদেশের প্রতিটি আহমদীর নিকট হুজুর (আইঃ)-এর একটি আকাঙ্খা :		১৯
* সংবাদ :		২০

দোওয়ার আবেদন

মোহ্‌তারম আমীর সাহেব আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে এখন অনেকটা আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং নতুন চশমা নেওয়ার পর আগামী কাল আহমদ নগর সফরে রওয়ানা হইবেন, ইনশাআল্লাহ। সেখান হইতে তিনি বগুড়া যাওয়ারও ইচ্ছা রাখেন।

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট তিনি সালাম এবং দোওয়ার অনুরোধ জানাইয়াছেন।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৭ বর্ষঃ ৩য় সংখ্যা

১৫ই জুন ১৯৮৩ইং : ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০ বাংলা : ১৫ই এহ্‌ছান ১৩৬২ হিঃ শামসী

সুরা আল-আনআম

[ইহা মক্কী সুরা বিসমিল্লাহ্ সহ ইহার ১৬৬ আয়াত ও ২০ রুকু আছে]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সপ্তম পারা **১০ রুকু**

৮৪। এবং ইহা আমাদের পক্ষ হইতে দেওয়া এক যুক্তি ছিল যাহা আমরা ইবরাহীমকে তাহার জাতির বিরুদ্ধে শিখাইয়া ছিলাম, আমরা যাহাকে চাহি মর্যাদায় সমুন্নত করি. নিশ্চয় তোমার রব্ব প্রজ্ঞাময় এবং সর্বজ্ঞ।

৮৫। এবং আমরা তাহাকে (অর্থাৎ ইবরাহীমকে) ইসহাক ও ইয়াকুব দান করিয়াছিলাম ; আমরা সকলকে হেদায়ত দিয়াছিলাম. এবং ইতিপূর্বে আমরা নূহকে হেদায়ত দান করিয়াছিলাম এবং তাহার (অর্থাৎ ইবরাহীমের) বংশধর হইতে দাউদ, সোলায়মান আইউব, ইউসুফ, মুসা এবং হারুনকেও, এবং এইরূপে আমরা কল্যাণকারী ব্যক্তি-গণকে প্রতিদান দিয়া থাকি।

৮৬। এবং যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং ইলইয়াস্‌কেও (হেদায়ত দিয়াছিলাম), তাহারা সকলেই সালেহগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৮৭। এবং ইসমাঈল, আলয়াসাআ, ইউনুস এবং লুতকেও (হেদায়ত দিয়াছিলাম) এবং তাহাদের সকলকেই আমরা সকল জাহানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম।

৮৮। এবং তাহাদের পিতৃ-পুরুষ, তাহাদের বংশধর, এবং তাহাদের ভ্রাতৃবৃন্দ হইতে অনেক-কেই, (হেদায়াত দিয়াছিলাম) এবং তাহাদিগকে আমরা মনোনীত করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে সরল পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম।

৮৯। ইহাই আল্লাহর হেদায়াত (দেওয়ার পন্থা), তিনি নিজ বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে চাহেন ইহা দ্বারা হেদায়ত দান করেন, এবং যদি তাহারা শির্‌ক করিত, তবে তাহারা যাহা কিছু আমল করিতেছিল, সবই নিশ্চয় নষ্ট হইয়া যাইত।

৯০। ইহারাই হইতেছে ঐ সকল লোক, যাহাদিগকে আমরা কিতাব, হুকুমত এবং নবুওত

দিয়াছিলাম ; অতএব যদি এ সকল লোক ইহাকে (অর্থাৎ নবুয়তকে) অস্বীকার করে তবে নিশ্চয় (জানিয়া রাখ যে) আমরা ইহা (অর্থাৎ নবুওত) অন্য এক জাতিকে (অর্থাৎ মোসলমানগণকে) সোপর্দ করিয়াছি, যাহারা ইহার অস্বীকারকারী নহে।

৯১। ইহারাই উল্লেখিত ঐ সকল লোক, যাহাদিগকে আল্লাহ হেদায়ত দিয়াছেন ; অতএব তুমি তাহাদের হেদায়তের অনুসরণ কর, তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও, আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন মজুরী চাহি না ইহা কেবল জাহানের জন্য উপদেশ।

১১ রুকু

৯২। তাহারা আল্লাহকে তাঁহার (দেনাবলীর বিষয়) যথাযোগ্য মর্য্যাদা দেয় নাই, যখন তাহারা এই কথা বলিয়াছিল যে, আল্লাহ কোন মানুষের উপর কিছুই নাযেল করেন নাই তুমি, (তাহাদিগকে) বল, ঐ কিতাবকে কে নাযেল করিয়াছিল, যাহা মুসা লইয়া আসিয়াছিল ?—মানব জাতির জন্য নূর ও হেদায়ত, তোমরা ইহাকে পাতা পাতা খণ্ডিত করিয়াছ ; ইহা তোমরা প্রকাশও কর এবং বেশীর ভাগ গোপন কর, অথচ তোমাদিগকে এমন কিছু শিখানো হইয়াছে, যাহা তোমরা এবং তোমাদের পিতৃ পুরুষগণ জানিত না ; তুমি (তাহাদিগকে) বল, আল্লাহই, (ইহা নাযেল করিয়াছিলেন), অতঃপর তুমি তাহাদিগকে তাহাদের মিথ্যার মধ্যে খেলাধুলা করিতে ছাড়িয়া দাও।

৯৩। এবং ইহা (অর্থাৎ কোরআন) এক মহামর্যাদাশালী কিতাব যাহাকে আমরা নাযেল করিয়াছি এবং যাহা কল্যাণকর, (এবং যাহা ইহার পূর্ববর্তী কালামের তসদিককারী, এবং এই জন্য নাযেল করিয়াছি) যেন তুমি ইহার দ্বারা জনপদ-জননীকে (অর্থাৎ মক্কাবাসীগণকে) এবং উহার পার্শ্ববর্তী বস্তিবাসীগণকে সতর্ক কর, যাহারা পরবর্তী কালের (প্রতিশ্রুত বিষয় সমূহের) উপর ঈমান আনে, তাহারা ইহার (অর্থাৎ কুরআনের) উপরও ঈমান আনে এবং তাহারা তাহাদের নামাযের হিফাযত করে।

৯৪। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে যে জানিয়া বুঝিয়া আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করে, অথবা বলে যে, 'আমার উপর ওহী (নাযেল) করা হইয়াছে' অথচ তাহার উপর ওহী (নাযেল) করা হয় নাই এবং (অনুরূপভাবে) ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা (বড় যালেম কে) যে বলে, 'যাহা আল্লাহ নাযেল করিয়াছেন, উহার অনুরূপ (বাণী) আমিও নিশ্চয় নাযেল করিব' ; এবং তুমি যদি (সেই সময়কে) দেখিতে, যখন যালেমগণ মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করিবে এবং ফেরেশতাগণ তাহাদের হাত (এই বলিয়া) বাড়াইবে যে 'তোমরা তোমাদের জান বাহির কর' তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে যে সকল না-হক কথা বলিতে এবং তাঁহার আয়াত সমূহের বিরুদ্ধে যেরূপ অহংকার করিতে, আজিকার দিন উহার প্রতিফল স্বরূপ তোমাদিগকে

(৫-এর পাতায় দেখুন)

হাদিস শরীফ

রমজানের রোজা

১। 'তোমাদের নিকট রমজান আসিয়াছে—মোবারক মাস। ইহার রোজা তোমাদের প্রতি আল্লাহ ফরয করিয়াছেন। এ মাসে আকাশের দ্বার সমূহ উন্মুক্ত করা হইয়াছে, দোজখের দ্বার সমূহ বন্ধ করা হইয়াছে এবং দুস্কৃতিকারী শয়তানকে শৃঙ্খলা-বদ্ধ করা হইয়াছে। এমাসের মধ্যে একটি রাত্রি আছে যাহা এক হাজার মাস হইতেও উত্তম। যে ইহার কল্যাণ হইতে বঞ্চিত, সে সকল প্রকার কল্যাণ হইতে বঞ্চিত।

(আহ্‌মদ, নেসারায়ী)।

২। 'আদম সন্তানের প্রত্যেক পুণ্য কার্যের পুরস্কার উহার দশ হইতে সাত শত গুণ পর্যন্ত বেশী হইবে। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন : রোযা ব্যতিরেকে। কারণ উহা আমার জন্য এবং আমি স্বয়ং উহার পুরস্কার। সে আমার জন্য রিপু দমন করে এবং আহার পরিহার করে। রোজাদারের জন্য দুইটি আনন্দ। একটি হইল রোজা এফতার করার সময় এবং অপরটি হইল রোজার কারণে প্রভুর (আল্লাহ্‌র) সহিত মিলিত হইবার সময়। নিশ্চয় রোযাদারের মুখের (যিকরে এলাহী জনিত) সৌরভ মৃগনাভীর সুগন্ধি অপেক্ষা অধিক প্রিয়। রোযা ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমাদের কেহ রোযা রাখ, মন্দ বাক্য উচ্চারণ করিবে না অথবা চেঁচামেচি করিবে না। যদি কেহ তোমাদের গালি দেয় বা মারামারি করিতে আসে, তাহা হইলে বলিও : আমি রোযাদার।" (বোখারী, মুসলিম)

৩। হযরত ওবেদা বিন সামেত বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বাহির হইয়া আসিলেন আমাদিগকে লায়লাতুল কদর জানাইতে। দুই মুসলমান ঝগড়া করিতেছিল। তিনি বলিলেন : আমি তোমাদিগকে লায়লাতুল কদর জানাইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু উহারা ঝগড়া করিতেছে দেখিয়া আমি ভুলিয়া গেলাম। উহা জানিলে তোমাদের মঙ্গল হইত। এখন (এতেকাফের শেষ দশদিনের মধ্যে) নবম অথবা পঞ্চম রাত্রিতে উহার অনুসন্ধান কর।" (বোখারী)।

৪। হযরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন : হে আল্লাহ্‌র রসুল! লায়লাতুল কদর জানিতে পারিলে আমি কি করিব? তিনি উত্তর দিলেন, বলিবে—اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى 'হে আল্লাহ্‌! তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমাপ্রিয়। অতএব আমাকে ক্ষমা কর।'

(ইবনে মাজা, তিরমিযি)।

অনুবাদ—মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃতবাণী

'রোজা রাখার পুরস্কার অতি মহান. তাহাতে সন্দেহ নাই'
'রোজা হৃদয়ে উজ্জলতা দান করে ও কাশফের' দ্বার উন্মুক্ত করে।'

১। "আরবী ভাষায় সূর্যোর তাপকে 'রমজ' বলা হয়। যেহেতু রমজান মাসে রোজাদার ব্যক্তি পানাহার ও যাবতীয় দৈহিক ভোগ-বিলাস হইতে বিরত থাকে এবং আল্লাহ্‌র আদেশ সমূহ পালন করিবার উদ্দেশ্যে নিজের প্রাণে এক প্রকার ব্যগ্রতার তাপ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, এই আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক উভয় প্রকার তাপের সংমিশ্রনে রমজান হইয়াছে। আভিধানিকগণ বলিয়া থাকেন যে রমজান গ্রীষ্মকালে আসিয়াছিল বলিয়াই উহাকে রমজান বলা হইয়াছে। আমার মতে এই ধারণা সঠিক নহে। কেননা আরব দেশের জন্য ইহাতে কোনও বিশেষত্ব থাকিতে পারে না। আধ্যাত্মিক তাপের অর্থ আধ্যাত্মিক অনুরাগ ও ধর্ম-কর্মে উদ্দীপনা। 'রমজ' এমন উত্তাপকেও বলা হয় যদ্বারা পাথর প্রভৃতি পদার্থও উত্তপ্ত হয়।"

(আল হাকাম, ২৪শে জুলাই ১৯০১ইং)

২। "রমজান মাস অতি মঙ্গলজনক মাস। কেননা ইহা দোয়ার মাস।" (ঐ)

৩। شهر رمضان الذى انزل فيه القران কোরআন শরীফের এই একটি মাত্র পবিত্র বাক্য হইতে রমজান মাসের মাহাত্ম্য বুঝা যায়। (এই আয়াতের অর্থ—রমজান সেই পবিত্র মাস, যাহার মধ্যে কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছে।—অনুবাদক।) (ঐ)

সুফিগণ লিখিয়াছেন যে এই মাসে আত্মাকে জ্যোতির্ময় করার উত্তম সুযোগ পাওয়া যায়। এই মাসে বহুল পরিমাণে 'কাশফ' (আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা) লাভ হইয়া থাকে।

নামায "তায্‌কিয়া-নফস" (আত্ম-শুদ্ধি) সাধিত করে এবং রোজায় তাজাল্লিয়ে-কলব সাধিত হয়। "তাযকিয়া-নফস" (আত্ম শুদ্ধি)-এর অর্থ রিপু দমন শক্তির বৃদ্ধি লাভ। 'তাজাল্লিয়ে-কল্‌ব' (আত্মার উজ্জলতা) সাধিত হওয়ার অর্থ—"কাশফ" বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞানের দুয়ার উন্মুক্ত হইয়া খোদা-দর্শন লাভ করা।

সুতরাং انزل فيه القران (অর্থাৎ এই মাসে কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছে) পবিত্র আয়াতে ইহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, রোজার প্রতিদান অতি মহান। কিন্তু দৈহিক অসুস্থতা ও পার্থিব স্বার্থ মানুষকে এই কল্যাণ লাভ হইতে বঞ্চিত রাখে।"

(আল-বদর, ১লা ডিসেম্বর ১৯০২ইং)

৪। "কোরআন করীম হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে,

فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

অর্থাৎ—অসুস্থ ও সফররত ব্যক্তির পক্ষে রোজা রাখা সঙ্গত নয়। ইহা খোদার আদেশ। আল্লাহ্‌তায়ালা এরূপ নির্দ্দেশ দেন নাই যে, রোজা যাহার ইচ্ছা, রাখুক অথবা যাহার ইচ্ছা, না রাখুক। যেহেতু অধিকাংশ লোক সাধারণতঃ সফরে রোজা রাখিয়া থাকে, সেইহেতু যদি তাহারা প্রচলিত প্রথা বিবেচনা করিয়া রোজা রাখে, তাহা হইলে তাহারা রাখুক, কোন আপত্তি নাই. কিন্তু এতদসত্ত্বেও عدة من ايام اخر অর্থাৎ 'অন্য সময়ে সেই রোজা পুরা করিতে হইবে')—আয়াতে উল্লিখিত আদেশ পালনের প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিত।"

(আল হাকাম ৩১শে জানুয়ারী—১৮৯৬ইং)।

৫। (ক) "সফরে কষ্ট স্বীকার করিয়া যাহারা রোজা রাখিয়া থাকে তাহারা প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌তায়ালাকে বল-পূর্বক সন্তুষ্ট করিতে চাহে। আল্লাহ্‌র হুকুম মান্য করিয়া আল্লাহ্‌র সন্তোষ্টি চাহে না। ইহা সম্পূর্ণ ভুল! আল্লাহ্‌র আদেশ এবং নিষেধ উভয়ই মান্য করার মধ্যে সত্যিকার ইমান নিহিত। (আল-হাকাম, ৩১শে জানুয়ারী—১৮৯৯ইং)

(খ) "শরীয়তের ভিত্তি কাঠিন্যের উপর নহে বরং যাহাকে তোমরা সচরাচর সফর বলিয়া থাক তাহাই সফর। যেমন খোদাতায়ালার নির্দ্দেশিত ফরজ (বাধ্যকর) বিষয়াবলীর উপর আমল করিতে হয়, তেমনিভাবে তাঁহার অনুমোদিত সুবিধা পালন করাও-অবশ্য কর্ত্তব্য।" (আল-হাকাম. ঐ)

অনুবাদক : মৌঃ **আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ**

তরজমাতুল কুরআনের অবশিষ্টাংশ

(২-এর পাতার পর)

লাঞ্ছনাজনক আযাব দেওয়া হইবে।

৯৫। (সেই সময় আমরা বলিব,) আজ তোমরা আমাদের সম্মুখে তেমনি নিঃসঙ্গ অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছ যে ভাবে আমরা তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছিলাম এবং আমরা তোমাদিগকে যাহা কিছু অনুগ্রহ করিয়া দিয়াছিলাম উহা তোমরা তোমাদের পিঠের পিছনে ছাড়িয়া আসিয়াছ. এবং (এ কি ব্যাপার যে) আমরা (আজ) তোমাদের সঙ্গে তোমাদের সেই সকল সুপারিশকারীগণকে দেখিতে পাইতেছি না যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা দাবী করিতে যে, তাহারা তোমাদের বিষয়াবলীর ব্যাপারে (হুকুমত করায় আল্লাহর সঙ্গে) শরীক ছিল. এখন তোমাদের পরস্পরের সহিত সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তোমরা যাহা কিছু. বলিতে (আজ) সে সব তোমাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া গিয়াছে। (ক্রমশ)

('তফসীরে সগীর' হইতে পবিত্র কোর আনের ধারাবাকি বঙ্গানুবাদ)

জুম্‌য়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ইং মসজিদে-আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

'আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দানকারী' হওয়ার জন্য প্রথমে নিজেদের মধ্যে "রাব্বুনা-ল্লাহ্‌" ('—আমাদের রাব্ব্‌ হইলেন আল্লাহ্‌') বলিবার উপযুক্ততা সৃষ্টি করা জরুরী।

'রাব্বুনাল্লাহ্‌'—দাবী উচ্চারণকারীদের উপর বিভিন্ন প্রকারের পরীক্ষা আসে, সেগুলির চলাকালীন অবিচলতা ও স্থিরত্ব প্রদর্শন করিতে হয়।

তাহাদিগকে প্রমাণ করিতে হয় যে তাহারা আল্লাহতে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এবং তাহারা গায়ের আল্লাহর মুখাপেক্ষিতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত।

আল্লাহ্‌তায়ালার বড়ই এহ্‌সান যে তিনি জামাত আহমদীয়াকে ইস্তেকামত তথা স্থির ও অবিচাল থাকার তওফিক দান করিয়াছেন এবং দান করিয়া যাইতেছেন।

দুনিয়া সহস্র ধরনের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। হে আহমদী! উঠ এবং দা'য়ী ইলাল্লাহ্‌'-এর মর্যাদায় ঐ সকল অন্ধকারকে আলোকে রূপান্তরিত করিয়া দাও।

তাশাহুদ, তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) সুরা হাম-মীম আল-সিজ্‌দা-এর নিম্নরূপ আয়াত দ্বয় তেলাওয়াত করেন :

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التى كنتم توعدون ٥ نحن اولياء كم فى الحياة الدنيا وفى الاخرة ۚ ولكم فيها ما تشتهى انفسكم ولكم فيها ما تدعون ٥

তারপর বলেন : আমি বিগত খোৎবায় জামাতকে 'দা'য়ী ইলাল্লাহ্‌'—'আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দানকারী' হওয়ার জন্য তলকীন ও তাকিদ করিয়াছিলাম। কুরআন করীম যেখানে দা'য়ী ইলাল্লাহ্‌র প্রশংসা করিয়াছেন, সেখানে প্রথমে সেই পটভূমিকাও বর্ণনা করিয়াছেন,

যাহা হইল সেই জামাতের পট-ভূমিকা যাহাদের মধ্য হইতে আল্লাহ্‌র দিকে দা'ওয়াত দান-কারীদের উদ্ভব ঘটে এবং তার সঙ্গেই ঐ সকল অবস্থার উপরও আলোকপাত করিয়াছেন যেগুলি থাকা সত্বেও কিম্বা যেগুলির ফলশ্রুতিতে দা'য়ী ইলাল্লাহ্‌গণের উদ্ভব হইতে থাকে।

সুতরাং যে আয়াতসমূহ আমি এখনই তেলাওয়াত করিয়াছি সেগুলিতে এই মজমুনটি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে ঐ সকল দা'য়ী-ইল্লাল্লাহ্ কারা এবং কিরূপ লোকদিগের মধ্য হইতে তাহাদের উদ্ভব হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্-তায়ালা বলিয়াছেন : ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا

অর্থাৎ, ইহারা হইল ঐ সকল লোক যাহারা ঘোষণা করে যে, 'আল্লাহ্ হইলেন আমাদের রাব্ব্; আর তারপর তাহারা উক্ত দাবীতে 'ইস্তেকামত' ইখতেয়ার করে, অটল ও অবিচল থাকে।

'রাব্বুনাল্লাহ্'-এর দাবীর যতখানি সম্পর্ক, ইহার সহিত দৃশ্যতঃ 'ইস্তাকামত' বা স্থিরতার এমন কোন কথা দেখা যায় না, যাহাতে এই দাবীর কারণে ইস্তেকামত অবলম্বন করার প্রয়োজন হইতে পারে। এজন্য যে, সকল মানুষেরই রাব্ব্ হইলেন আল্লাহ্‌তায়ালা, এবং আল্লাহ্‌কে নিজেদের রব্ব্ বলিবার দাবী নিজস্বভাবে বাহ্যতঃ কোন ক্ষোভ ও শত্রুতার উদ্রেক ঘটায় না এবং ইহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণও বুঝা যায় না যে এই দাবীর কারণ বশতঃ এইরূপ লোকদিগের উপর দুনিয়া বিপদাবলী চাপাইয়া দিবে, যার কারণে ইস্তেকামত বা স্থিরচিত্ততার প্রশ্ন দেখা দিবে।

কিন্তু বুঝা এই যায় যে, ঐ সকল লোক যাহারা 'রাব্বুনাল্লাহ্' বলে তাহাদের ভাব-ভঙ্গিমা দুনিয়ার সাধারণ 'রাব্বুনাল্লাহ' উচ্চারণকারীদের তুলনায় পৃথক ও ভিন্নতর হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তাহাদের মধ্যে আন্তরিকতা ও গাম্ভীর্য বিদ্যমান থাকে, তাহাদের মধ্যে এখলাস ও নিষ্ঠা পাওয়া যায় এবং 'রাব্বুনাল্লাহ'-এর দাবী তাহাদের আমল বা কর্মে এমন ধরনের কিছু পরিবর্তন ঘটায় যাহার দরুন এই সকল ব্যক্তি দুনিয়ার লোকদের মোকাবিলায় কিছুটা ভিন্ন রূপ ও আকৃতি ধারন করিয়া ফেলে।

'রাব্বুনাল্লাহ্'-এর অর্থ হইল "আল্লাহ আমাদের রাব্ব"। তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন, আর তিনিই প্রতিপালনও করেন। তিনিই নিজ তরবিয়ত ও পরিপোষণে ধারণ করিয়া ক্রমোন্নতি দান করেন ও পূর্ণ বিকাশ সাধন করেন। আমাদের তরবিয়তদাতা ও পরিপোষণকারীও তিনিই এবং পালনকর্তাও তিনিই। তাঁহার নিকট হইতেই আমরা দুনিয়ার পার্থিব রিজিক লাভ করিয়া থাকি এবং তাঁহার নিকট হইতেই রুহানী রিজিকও পাইয়া থাকি। অর্থাৎ দৈহিক ও আত্মিক উভয় খাদ্য আমরা আমাদের রাব্বের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হই, এবং তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি বিদ্যমান থাকিতে আমাদের অন্য কোন রব্বের প্রয়োজন নাই।

যদি আপনারা উক্ত দাবীর বিষয়ে একটু গভীর ভাবে চিন্তা করেন, তাহা হইলে স্বতঃই অনুধাবন করিবেন যে, এক দিকে তো এই দাবী মানুষকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহতে নির্ভর-

শীল করায় এবং অন্য দিকে গায়ের-আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষিতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া দেয়।

'রাব্বুনাল্লাহু'-এর দাবী কারকদিগের উপর কয়েক প্রকারের পরীক্ষা আসে। আর সেগুলির ফলশ্রুতিতে তাহাদিগকে 'ইস্তেকামত' বা দৃঢ়তার পরিচয় দিতে হয়। কিছু তো সেগুলি ভিতরকার পরীক্ষা হইয়া থাকে, আর কিছু বাহিরাগত পরীক্ষা। আভ্যন্তরীণরূপে এই জাতীয় লোক তো তরবিয়তের এমন কঠিন পথ পরিক্রম করিয়া চলেন যে পদে পদে তাহাদিগকে বলা হয়: 'যে রাব্বের পশ্চাদ্বনুসণ তোমরা করিতেছ, উহার ফলে তোমাদের রিজিক হ্রাস করা হইবে এবং তোমরা সংকট ও বিপদাবলীর মধ্যে জড়াইয়া পড়িবে। তোমরা কেমন আজব ধরণের পাগল লোক যে, কঠোর পরিশ্রমের সহিত, নিজেদের কৌশল ও প্রজ্ঞা এবং দৈহিক শক্তিগুলির প্রয়োগ করিয়া তোমরা অর্থোপার্জন কর, তারপর আবার সেই অর্থ স্বেচ্ছায় খোদার নামে ব্যয় করিয়া দাও, আর দাবী তোমাদের এই যে 'রাব্বুনাল্লাহু'—আল্লাহ আমাদের রব্ব্। আচ্ছা আল্লাহ্ তোমাদের রব্ব্ হইয়াছেন যে পূর্বের অবস্থার ছাইতেও তোমাদের অধঃপতন ঘটিয়া গেল। অন্যান্য দুনিয়া উপার্জনকারী তোমাদের ভাই-বেরাদর তো উপার্জনের বহু রকম পথেরও অধিকারী এবং খরচও তাহারা একান্তভাবে নিজেদের উপরই করিয়া থাকে। তাহাদের রেজেক অধিকতর বরকত-যুক্ত, না তোমাদের ?! একদিকে তোমাদের আয়ের পথও সংকীর্ণ এবং অন্যদিকে তোমাদের খরচের খাতও বাড়িয়া গেল এবং তোমরা এমন জায়গায়ও ব্যয় করিতে শুরু করিয়াছ, যাহার ফলশ্রুতিতে তোমাদের ব্যক্তিগত কোন লাভ হয় না।" এখন দেখুন, কত বড় পরীক্ষা !!—'রাব্বুনাল্লাহু' উচ্চারণকারীগণ মিথ্যা ও অন্যায় উপার্জনের পথ বন্ধ করিয়াছে, ঘুষের পথে উপার্জন বন্ধ করিয়াছে, জুলুম-অত্যাচারের দ্বারা আত্মসাৎ করা বিষয়-সম্পত্তি লাভ করার পথ নিজেদের উপর বন্ধ করিয়াছে, 'রাব্বুনাল্লাহু' দাবীকারকগণ বাটখারা ও মাপ-জোখের খারাপির দ্বারা বেশতি আয় করার পথ বন্ধ করিয়াছে এবং 'রাব্বুনাল্লাহু' উচ্চারণকারীরা চুরি, ডাকাতি, ও ধোকাবাজির পথ বন্ধ করিয়াছে। বাদবাকি দুনিয়ার জন্য রিজিকের পথ কতই-না প্রশস্ত ও সুগম রহিয়াছে, কত অগণিত পথ দুনিয়া-ওয়ালাদের জন্য খোলা আছে !! কিন্তু 'রাব্বুনাল্লাহু'-এর ব্রত ধারণকারীগণ ঐ যাবতীয় পথ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। তারপর তাহারা আবার খরচের ক্ষেত্রে নিজেদের জন্য এমন সব পথ সাব্যস্ত করিয়াছে যে, দৃশ্যতঃ সংকীর্ণ পথে যে পবিত্র রিজিক তাহারা উপার্জন করে এবং দুনিয়ার মোকাবিলায় তাহাদের আয়ের উপায়-পন্থাও অত্যন্ত সীমিত বলিয়াই দেখা যায়—সেই স্বল্পপরিমাণ আয়টিও তাহারা খোদার পথে ব্যয় করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, আর এই সঙ্গে তাহাদের দাবী হইল 'রাব্বুনাল্লাহু'—আল্লাহ্‌ই আমাদের রিজিকদাতা।

এই হইল সেই আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা, যাহার মধ্য দিয়া এই সকল ব্যক্তি অতিক্রম করেন এবং 'ইস্তেকামত' ইহারই নাম যে, নিজেদের দাবীকে সত্য সাব্যস্ত করিয়া দেখান। তাহারা প্রত্যেক প্রকারের বিপদের চক্ষে দৃষ্টি গড়িয়া নির্ভয়ে তাকায় এবং লেশমাত্রও ভয় পায় না। তাহারা বিশ্বাস রাখে যে, তিনিই রিজিকদানকারী এবং তাঁহার নিকট

হইতেই সকল বরকত হাসিল হয় এবং তাঁহারই নামে (তাঁহার পথে) খরচ করাতে প্রকৃত-পক্ষে রিজিকের চাবিকাঠি নিহিত রহিয়াছে। উক্ত বিশ্বাসের সহিত তাঁহারা 'ইস্তেকামত' অবলম্বন করেন, অটল ও অবিচল থাকে।

তারপর, এক বহিরাগত পরীক্ষা তাহাদের উপরে আসে। বাহিরের দুনিয়া বলে যে, 'আচ্ছা! তোমরা যদি আল্লাহ্‌কেই রব্ব্ বলিয়া মনে করিতেছ এবং তিনিই তোমাদের রিজিকের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন এবং তিনিই তোমাদের রক্ষা করেন বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে তোমাদের আভ্যন্তরগত কুরবানীই যথেষ্ট নয়; আমরাও ইহাতে কিছুটা যোগ করিব। অর্থাৎ কিছু তো আমরা তোমাদের দোকান-পাট লুট করিব, কিছু তোমাদের বিষয়-সম্পত্তি ধ্বংস করিব, আর কিছু ন্যায়-সঙ্গত (প্রাপ্য) উত্তরাধীকার হইতে আমরা তোমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া দিব, কিছু বেতনবৃদ্ধি বা পদোন্নতি তোমাদের বন্ধ রাখিব এবং উহাদের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিব; কিছু বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত হক-অধিকার তোমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইব এবং যে শিক্ষা তোমাদের রিজিকের উপায় স্বরূপ—আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, যাহাতে তোমরা সেই শিক্ষার পথে অগ্রসর হইতে না পার। মোট কথা, তোমাদের জীবিকা উপার্জনের পথে সম্ভাব্য সকল প্রকার অসুবিধা ও বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি করিব। আর তারপর দেখিব, তোমরা কিরূপে, কোন্ শান ও মর্যাদায় এবং কোন্ বিশ্বাসের সহিত 'রাব্বুনাল্লাহু' বলিয়া থাক।" এই থেকে ইস্তেকামতের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হইয়া যায়।

ইস্তেকামতের অর্থ এই যে. কোন জিনিস এমতাবস্থায়ও যেন দাঁড়ানো থাকে, যখন উহার দাঁড়ানো থাকার পথে বাধা-বিঘ্ন আসে এবং চতুর্দিক হইতে আঘাত পড়ে। এমনি তো কোন জিনিস যদি দাঁড়ানো থাকে, তাহা হইলে ইহার জন্য قائم (কামা) শব্দ বলা হয়। গাছ-বৃক্ষ দাঁড়ানো আছে—এমতাবস্থায় ইহাদের সম্বন্ধে قائم (কামা) শব্দ ব্যবহার করা হয়। মানুষ দাঁড়ানো থাকিলে সেও قائم (কামা)-এর অবস্থায় থাকে। কিন্তু প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা বায়ুতেও যে বৃক্ষ দণ্ডায়মান থাকে উহার সম্বন্ধে আমরা استقامت ('ইস্তেকামা') শব্দ ব্যবহার করিব। তেমনি ভয়াবহ ভূমিকম্পের মধ্যেও কোন ইমারত যদি স্বগৌরবে মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে, এবং মস্তকাবনত না হয় তাহা হইলে আমরা ইহার সম্বন্ধেও ইস্তেকাম' শব্দ প্রয়োগ করিব। তেমনি কঠিন বিপদাবলীর মধ্যে কোন মানুষ যদি তাহার অবস্থানে দণ্ডায়মান থাকে এবং উহা হইতে এক ইঞ্চিও এদিক বা ওদিক না সরে, তাহার সম্বন্ধেও 'ইস্তেকামা' শব্দ প্রয়োগ করা হইবে।

আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ হইতে প্রত্যেক প্রকারের পরীক্ষা ঐ সকল লোকের উপরে আরোপ করা হয় যাহারা 'রাব্বুনাল্লাহু'-এর দাবী করিয়া থাকেন। 'তকদীরে-খোদাওন্দী -এর পক্ষ হইতেই তাহাদের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। তাহাদের উপর এরূপ আভ্যন্তরীন ও বহিরাগত পরীক্ষা আসে যেগুলি সীমাতীত আশ্চর্যকর হইয়া থাকে। আল্লাহতায়ালা

বলেন : ثم استقاموا—কোন বিপদ, কোন ভূ-কম্পন বা আলোড়ণ, কোন কিয়ামত বা তাণ্ডবলীলা তাহাদের দৃঢ় পদক্ষেপে কোন প্রকার বিচ্যুতি ঘটাইতে পারে না। কোন জিনিসই তাহাদিগকে সেই পথ হইতে সরাইতে পারে না যে পথে তাহারা আগুয়ান হইয়া থাকেন এবং সেজন্যই তাহাদের পথের নামও 'মুস্তাকীম' রাখা হইয়াছে। আর 'মুস্তাকীম'—সরল ও সঠিক পথে কায়েম থাকার উদ্দেশ্যে এই দোয়া শিখানো হইয়াছে: اهدنا الصراط المستقيم (—আমাদিগকে সরল ও সঠিক পথে পরিচালিত রাখ)। "ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তায়ীন'-এর পর 'ইহ্‌দিনাস্‌-সিরাতাল মুস্তাকিম'-এর দোওয়া ইহাই নির্দেশ করিতেছে যে 'রাব্বুনাল্লাহু' অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার ইবাদত করা এবং আর কাহারও দিকে মুখ না ফিরানো—এহেন দাবীর ফলশ্রুতিতে অনিবার্যক্রমে সংকট ও বিপদাবলীর উদ্ভব ঘটিবে। আর এমতাবস্থায় তোমরা যদি দোওয়া না কর, তাহা হইলে ঐ সকল বিপদের মুখে সাবেত-কদম ও অবিচল হইয়া টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। সুতরাং সিরাতে-মুস্তাকিম প্রকৃতপক্ষে ইস্তেকামতেরই ব্যাখ্যা বিশেষ, কিম্বা 'ইস্তেকামত' হইল সিরাতে-মুস্তাকীমেরই ব্যাখ্যা বিশেষ। এতদোভয়ই একে অন্যের উপর আলোকপাত করিতেছে।

সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন যে, তাহারা যখন ইস্তেকামত অবলম্বন করে তখন কার্যতঃ আমরা তাহাদিগকে ইহার পূর্বেই ইস্তেকামতের গোপণ রহস্য ও পদ্ধতি শিক্ষা দিয়া থাকি। তাহারা নিজেদের বাহু বলে মুস্তাকীম হিসাবে অবিচল থাকিতে পারে না বরং আমরা তাহাদিগকে দোওয়া শিক্ষা দেই; তাই তাঁহারা গিরিয়া-যারি সহকারে সকরুণ চিত্তে আমাদের দিকে ধাবিত ও প্রণত হয় এবং 'ইহ্‌দেনাস-সিরাতাল মুস্তাকিম'-এর দোওয়া জারি রাখে। ইহার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে 'ইস্তেকামত' দান করেন।

তারপর, যখন তাহারা ইস্তেকামত প্রদর্শন করেন, তখন তাহাদের সহিত কি ব্যবহার করা হয়? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন :

تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا

অর্থাৎ, বিপুল ধারায় তাহাদের উপর ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ হইতে থাকেন, এবং ইহা বলিতে বলিতে তাহারা অবতীর্ণ হন যে, لا تخافوا ولا تحزنوا

—'কোন ভয় করিবে না, কোন চিন্তা করিবে না।"

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইস্তেকামত প্রদর্শনকারীদিগকে ফেরেশতাগণ কোন চিন্তা বা ভয় না করিতে বলেন; অথচ চিন্তা ও ভয়ের কারণগুলিও প্রকাশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় উক্ত অভয়বানীর অর্থ কি? কেননা ইস্তেকামত স্বয়ং ঐরূপ অবস্থাবলীর দাবী রাখে, যেগুলির ফলশ্রুতিতে চিন্তারও উদ্রেক হইবে এবং ভয়েরও উদ্ভব ঘটিবে। যেমন, এরূপ কোন ব্যক্তি যাহার ক্ষতি সাধিত হইয়াছে তাহাকে যদি আপনি একথা বলেন যে, 'চিন্তা করিও না'—তাহা হইলে ইহাতে তাহার চিন্তা কিরূপে দূর হইবে? কিম্বা কাহারও ভীতিগ্রস্ত অবস্থায় আপনি যদি ঘোষণা করেন যে, 'ভয় করিও

না'—তাহা হইলে উহাতে ভয় কিরূপে হরীভূত হইবে ? সেজন্য দেখিতে হইবে এই যে, এ সকল ফেরেস্তা ঐরূপ কথা বলিয়া কি তাহাদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিতে থাকেন ? কিম্বা প্রকৃতপক্ষে তাহাদের সেই পয়গাম অন্য কোন অর্থ বহন কর ? কিন্তু এই বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরে প্রবেশ করার পূর্বে আমরা ইস্তেকামতের দিকে ফিরিয়া যাইতেছি।

ইস্তেকামত প্রসঙ্গে সাহাবা-কেরাম (রেজওয়ানুল্লাহে আলাইহিম) এবং হুজুর আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর গোলাম ও সাথীগণ যে সকল মহামর্যাদাপূর্ণ আদর্শ ও নমুনা দেখাইয়াছেন, ইসলামের ইতিহাস তাঁহাদের ঐ সকল মহৎ ঘটনায় সমুজ্জল হইয়া আছে এবং চিরকালই সমুজ্জল থাকিবে। ঐ সকল ঘটনা এরূপ মসি লিখিত যে, উহাদের উজ্জলতা কখনও ম্লান হইবে না। সেগুলির কিছু কিছু আমি সালানা জলসার উদ্বোধনী বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার অতিশয় অনুগ্রহ ও অসামান্য এহ্‌সান যে, তিনি জামাত আহ্‌মদীয়াকেও ঐ সকল জ্যোতিঝলমল দৃষ্টান্ত অনুসরণ ও অনুকরণের তওফিক দান করিয়াছেন এবং নিরন্তর দান করিয়া যাইতেছেন। আমরা এরূপ এক ইতিহাস রচনা করিয়া চলিয়াছি, যাহা হইল বর্তমান যুগে ইসলামের পবিত্র ইস্তেকামতের ইতিহাস। এবং এই ইতিহাসও এত আলোকোজ্জল যে, সহস্র সহস্র বৎসর পরেও অতীতের আবরণ ভেদ করিয়া উহার আলো চমকাইতে থাকিবে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণ উহার দিকে ঘুরিয়া তাকাইবে এবং তাহাদের চক্ষু ঐ সকল দৃশ্যবলী হইতে দীপ্তি লাভ করিতে থাকিবে।

হযরত সাহেবজাদা শহীদ আবদুল লতীফ সাহেব ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাঁহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন : ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا —'যাহারা দাবী করিয়াছে যে, 'আল্লাহ আমাদের রব্ব,' তারপর তাহারা ধৈর্য ও স্থৈর্যের পরিচয় দিয়াছে এবং নিজেদের উক্ত দাবী হইতে বিন্দু-পরিমাণও এদিক-ওদিক হয় নাই।"

যখন তাঁহাকে শহিদ করিবার জন্য ঐ স্থানের দিকে লইয়া যাওয়া হইতেছিল যেখানে তাঁহাকে প্রস্তারাঘাত করিয়া শহিদ করার কথা ছিল, তখন কাবুলের আমীর (হাবিবুল্লাহ্) বলিল, "ইহাই যথেষ্ট নয়। তাহার নাকে ছিদ্র কর এবং যেভাবে গরুর নাকে দরি পরাইয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তেমনি কুরবানীর এই গরুকে লইয়া যাও।" সুতরাং তাঁহার নাকে ছিদ্র করিয়া রশি পরানো হইল এবং হাসি-বিদ্রূপ ও হৈ-হট্টোগোলে উন্মত্ত এক বিরাট জনতা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যাইতেছিল এবং তাহাদেরই মধ্যে, কাবুলের গলিগুলির মধ্য দিয়া "ইস্তেকামতের শাহ্‌জাদা" মাথা উঁচু করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন এবং কোন ভয়ভীতি এবং কোন বিপদই তাঁহাকে মস্তকাবনত করাইতে পারে নাই। তিনি এমনই শান ও মর্যাদা সহকারে সেই গলিগুলির মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছেন যে, তাঁহার পবিত্র স্মৃতি সেই গলিগুলিতে কিয়ামতকাল অবধি অবিস্মরনীয় হইয়া থাকিবে। যখন শহীদ সাহেবজাদা সাহেবকে মাটির মধ্যে তাঁহার বুক পর্যন্ত গাড়িয়া দেওয়া হইল, তখন সেই সময়কার বাদ-

শাহ্ (আমীরে-কাবুল), যে তাঁহার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল, তাঁহাকে বলিল, 'এখনও আপনি মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহ্দীকে অস্বীকার করিতে পারেন। আপনার প্রাণ ও জীবনের প্রতি লক্ষ্য করুন, আপনার ধন-সম্পদ ও সম্পত্তির প্রতিও দৃষ্টিপাত করুন এবং আপনার সন্তানদের প্রতি খেয়াল করুন।' হযরত সাহেবজাদা সাহেব মাথা তুলিয়া বলিলেন, হে বাদশাহ্! ঈমানের মোকাবিলায় আমার প্রাণ ও জীবনের কি মূল্য আছে? আমার ধন-সম্পদ ও সম্পত্তিই বা কি মূল্য রাখে এবং আমার পরিবার ও সন্তান-সন্তাতিরই বা কি মূল্য আছে? ঈমানের তুলনায় ইহাদের কোন মূল্য নাই। সেজন্য আপনি যাহা করিতে মনস্থ করিয়াছেন তাহা করিয়া ফেলুন।" ইহাতে বাদশাহ বলিলেন, "যদি আপনি অস্বীকার করিতে না চাহেন তাহা হইলে আমাকে অনুমতি দিন, আমি আপনার পক্ষ হইতে ঘোষণা করিয়া দেই।" তিনি বলিলেন, "না! আমি ইহার অনুমতি দেই না, বরং আপনি যাহা করিবার তাহা শীঘ্র কার্যকর করুন।" সুতরাং বাদশাহ কাজীকে বলিলেন, 'প্রথম প্রস্তর আপনি নিক্ষেপ করুন।' কাজী উত্তর দিলেন "আপনি হইলেন বাদশাহ। সেজন্য আপনি প্রথমে পাথর চালান।" বাদশাহ বলিলেন, "না, শরীয়তের বাদশাহ তো আপনি সাজিয়াছেন। আপনারই আদেশ চলিতেছে, আমার আদেশ নয়। সেজন্য প্রথম প্রস্তর আপনি পরিচালিত করুন।' সুতরাং কাজী প্রথম পাথর নিক্ষেপ করিল। ইহার পর এরূপ মুশলধারে পাথর বর্ষিত হইল যে, হযরত সাহেবজাদা সাহেবের মস্তকের উপরে পাথরের এক স্তূপ জমিয়া উঠিল, যাহার মধ্যে তিনি অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন।

ইহা সেই ঘটনা যাহা কোন কোন বিদেশীরাও প্রত্যক্ষ করিয়াছিল এবং দীর্ঘকাল যাবৎ ইহার ব্যথা তাহাদের হৃদয়ে বিরাজ করিতে থাকে। সুতরাং একজন ইংরেজ চীফ ইঞ্জিনিয়ার, যিনি ইংল্যাণ্ড হইতে আসিয়াছিলেন এবং ঐ ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁহার স্ব-রচিত গ্রন্থে ঐ ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, "সেই মর্দে-মুজাহিদের চেহারায় কোন ভয়ের চিহ্নমাত্র ছিল না। সে মৃত্যু বরণের পূর্বে বলিয়াছিল, "হে আমার জাতি! তোমরা একজন নিষ্পাপ-নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করিতেছ। কিন্তু স্মরণ রাখিও যে, খোদা তোমাদিগকে তাহার রক্ত ক্ষমা করিবেন না বরং বালামুছিবত ও ভয়ঙ্কর বিপদাবলী তোমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবে।" সেই ইংরেজ প্রণেতার বর্ণনা অনুযায়ী ইহা ছিল সেই সর্বশেষ ঘোষণা, যাহা হযরত সাহেবজাদা সাহেব উচ্চারণ করিয়াছিলেন। আর ইহার পরে পরেই প্রস্তরাঘাত আরম্ভ হইয়া যায়।

তারপর সেই দেশের (আফগানিস্তানের) মাটিতে হযরত সাহেবজাদা শহীদ নে'মাতুল্লাহ সাহেব তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তিনি জানিতেন যে ঈমানের দাবীর ফলশ্রুতিতে মানুষকে কি কি দুঃখ-কষ্ট সহিতে হয় এবং বিপদাবলীর কোন্ কোন্ পথ অতিক্রম করিতে হয়। হযরত সাহেবজাদা শহীদ আবদুল লতিফ সাহেবের স্মৃতি তাহার মন ও মস্তিষ্কে তরতাজাই ছিল। ইহা সত্ত্বেও তিনি সেই পবিত্র নমুনা দেখাইলেন, যাহা

তাঁহার পূর্বসূরী এক মর্দে-মুজাহিদ দেখাইয়া গিয়াছিলেন। তিনি কোন কিছুরই পরোয়া করিলেন না। কারারুদ্ধ অবস্থায় তিনি একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন, যাহা কোন উপায়ে জনৈক আহমদীর নিকট পৌঁছিয়া যায় এবং সংরক্ষিত করা হয়। সেই পত্রটিতে তিনি লিখেন :

"আমার সহিত খোদাতায়ালার আশ্চর্যকর কল্পনাতীত ব্যবহার! এদিকে (কারাগারের) রওশনদান (ক্ষুদ্র জানালা) বন্ধ থাকে এবং দিনের বেলায়ও রাত্রির ন্যায় অন্ধকার বিরাজ করে কিন্তু অন্য দিকে অন্ধকার বাড়িবার সাথে সাথে আমার রব্ব্ আমার দেল্‌কে রওশন ও উজ্জলতর করিতে থাকেন। এইরূপ এক কল্পনাতীত আলোকোজ্জ্বল অবস্থায় আমি কালাতিপাত করিতেছি।"

তাঁহাকে যখন সেই কারাগার হইতে বাহির করিয়া হযরত সাহেবজাদা শহীদ আবদুল লতিফ সাহেবের ন্যায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরানো হইল, তখনও বাহিরের একজন সাক্ষী উপস্থিত ছিলেন, যিনি ছিলেন ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত পত্রিকা 'ডেলী মেইল'-এর সাংবাদিক প্রতিনিধি। সেই প্রতিনিধি ঐ ঘটনার স্মৃতিকে চিরঞ্জীব করিয়া রাখার উদ্দেশ্যে এরূপ এক বিবৃতি প্রদান করিলেন, যাহা ঐতিহাসিক মর্যাদা বহন করে এবং যাহা সেই যুগের 'ডেলী-মেইলে' প্রকাশিত হয়। উক্ত সাংবাদিক প্রতিনিধি বলিতেছেন : "আমি দেখিলাম, সেই ব্যক্তির প্রতি চরম লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার তীর নিক্ষেপ করা হইতেছিল, তাহাকে গাল-মন্দ ও দুঃখ-যাতনায় জর্জরিত করা হইতেছিল—ইহা সত্বেও তাহার দুই পায়ে শৃঙ্খল পরা অবস্থায় কাবুলের গলিগুলিতে তাহাকে ঘুরানো-ফিরানোকালে সে এক ইস্পাত কঠিন দৃঢ়-সংকল্প সহকারে মৃদ মৃদ হাসিয়া যাইতেছিল। তাহার আত্মা এরূপ অপরাভূত এবং অপরাজেয় ছিল যে, ইহার সেই দৃশ্য কখনও বিস্মৃত হইবার নয়। এহেন অবস্থায় তাহাকে সেই নির্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাওয়া হইল যেখানে তাহাকে প্রস্তারাঘাত করা নির্ধারিত ছিল, এবং আমাদের সম্মুখেই তাহার উপর পাথর বর্ষিত হইল। কিন্তু সে 'আহ' শব্দটুকুও উচ্চারণ করিল না। হাঁ, প্রস্তারাঘাতের পূর্বে সে শুধু এ আগ্রহটুকু প্রকাশ করিল যে, "আমাকে দুই রাকা'ত নফল নামাজ পড়িবার অনুমতি দেওয়া হউক।" আর এইরূপে তিনি দুই রাকাত নফল আদায়ের দ্বারা ঐ মুসলিম মুজাহিদদিগের পবিত্র স্মৃতিকে পুনরায় জীবিত করিলেন, যাঁহারা হযরত নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে অনুরূপ শান ও মর্যাদার সহিত শাহাদত বরণ করিয়াছিলেন। কাবুলের মাটিতে তিনি দুই রাকা'ত নফল নামায আদায় করিলেন। তারপর তাঁহাকেও হযরত সাহেবজাদা শহিদ আবদুল লতিফ সাহেবের ন্যায় মাটিতে আবদ্ধ প্রথিত করা হইল, আর তারপর প্রস্তারাঘাত করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হইল।

আহ্‌মদীয়তের ইতিহাস এই যুগ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে ইতিহাস রূপায়িত হইতেছে রূপায়িত হইতে থাকিবে। এবং ইনশাআল্লাহ্ আহ্‌মদী কখনও তাহার ঈমানের যথার্থতার উপর কোনই আঁচড় আসিতে দিবে না। তাহার কণ্ঠস্বরে সদা তাহাই ধ্বনিত হইবে এবং শুধু সাহেবজাদা

শহিদ আবদুল লতিফ সাহেবের আওয়াজই নয়, বরং সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি কণ্ঠে এই আওয়াজই ধ্বনিত হইতে থাকিবে যে, "এজীবন কি বস্তু, এই ধন-সম্পদ কি জিনিস এবং এই পরিবার ও সন্তান-সন্ততির কিবা মূল্য? তোমরা যাহা করিতে হয়, কর এবং করিয়া ফেল। আমরা আমাদের ঈমানের উপর দৃঢ়পদে অবিচল থাকিব।"

ইহারাই হইল ঐ সকল লোক, যাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন: ثم استقاموا তাহারা দাবী করিয়াছিল: 'রাব্বুনাল্লাহু'—আল্লাহ আমাদের রব্ব্। ইহা কত প্রিয় ও আদরনীয় দাবী! কত পবিত্র ও মহান দাবী! এই দাবীর পর কোন জাতি তাহাদিগকে ঘৃণা করার, তাহাদিগের সহিত হেকারত পূর্ণ হীন ব্যবহার করার, তাহাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করার এবং তাহাদের প্রাণ হণন করার তো কোন কারণ নাই! কিন্তু আল্লাহ বলিতেছেন যে, তোমাদের সহিত এই ব্যবহারই করা হইবে। ثم استقاموا —তারপর যাহারা ইস্তেকামত ইখতিয়ার করিবে, সুদৃঢ় ও অবিচল থাকিবে। তাহাদিগের সহিত আমাদেরও এক ব্যবহার নির্ধারিত আছে। আর তাহা হইল এই যে, تتنزل عليهم الملائكة—বিপুল ধারায় তাহাদের উপর ফেরেস্তাগণ অবতীর্ণ হইবেন, ইহা উচ্চারণ করিতে করিতে যে,—الا تخافوا ولا تحزنوا—'তোমরা মোটেই ভয় করিবে না, তোমরা মোটেই চিন্তা করিবে না। আমরা তোমাদিগকে সেই জান্নাত লাভের সুসংবাদ দান করিতেছি, যাহার ওয়াদা তোমাদের সহিত করা হইয়াছে।' نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا و في الاخرة—'আমরা এই দুনিয়াতেও তোমাদের সঙ্গে আছি এবং আখেরাতেও তোমাদের সঙ্গে থাকিব।' ولكم فيها ما تشتهي انفسكم—'এবং যে জান্নাতের সুসংবাদ লইয়া আমরা আসিয়াছি উহাতে তোমাদের জন্য ঐ সব কিছুই মওজুদ আছে, যাহা তোমাদের অন্তর কামনা করে।' ولكم فيها ما تدعون—'এবং উহাতে ঐ সব কিছুই আছে যাহা তোমরা দাবী করিয়া থাক, যাহা তোমাদের কাম্য ও অভীষ্ট লক্ষ্য।'

আমি পূর্বে যেমন বর্ণনা করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কিছু লোক শহীদ হইয়াছেন, তাহারা খোদার পথে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যাঁহাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করা হইয়াছে। আবার অনেকে আছেন, যাঁহাদের শিশু-সন্তানদিগকে তাহাদের চক্ষের সামনে হত্যা করা হইয়াছে। আর অনেকে আছেন, যাহাদের সারা জীবনের সর্বস্ব উপার্জন নিমিষে পুড়াইয়া ছাই করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তারপর لا تخافوا (—'কোন ভয় করিবে না')-এর অর্থ কি? ولا تحزنوا (—'কোন চিন্তা করিবে না')—বলার উদ্দেশ্য কি? সেই জান্নাতই বা কিরূপ, যাহার সুসংবাদ বহন করিয়া ফেরেস্তারা আসেন? এবং তাহারা বলেন যে, 'সেই জান্নাতের সূত্রপাত ইহ-জগতেই ঘটিয়াছে।'

ইহার অন্যান্য আরও অর্থ হইতে পারে কিন্তু দুইটি অর্থের দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। একটি অর্থ তো হইল এই যে, ইহা জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে। কেননা ইহাতে বহুবচন ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার অর্থ হইল এই

যে, ফেরেস্তারা নাযেল হইবেন! এমতাবস্থায় যদিও ব্যক্তিগত পর্যায়ে ক্ষতিও হইবে, কিন্তু পরিশেষে প্রতিটি ক্ষতির পরে গরেই এরূপ উপকরণ ও উপাদানের উদ্ভব ঘটিবে যে, যে সকল মুমেন ইস্তেকামত দেখাইবে তাহারা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উত্তম অবস্থায় উন্নীত হইবে। তাহাদের মাত্র কয়েক টাকা লুণ্ঠিত হইবে কিন্তু সেগুলি লক্ষ লক্ষ টাকায় রূপান্তরিত হইবে। তাহাদের মাত্র কয়েকটি প্রাণ নষ্ট হইবে কিন্তু আরও লক্ষ লক্ষ লোক তাহাদের মধ্যে আসিয়া শামিল হইবে এবং তাহাদের সন্তান-সন্তাতিদের মধ্যেও বরকত সঞ্চার করা হইবে। ইহা এমন এক জাতি, যাহাদিগকে শুধু দুঃখ-বেদনার পথই চলিতে হইবে না, বরং তাহাদের দুঃখ-বেদনা পশ্চাতে অপসারিত হইতে থাকিবে এবং আনন্দসমূহ তাহাদের অগ্রে অগ্রে দৌড়াইবে এবং তাহাদের সকল প্রকার ভয়-ভীতি সর্বদা শান্তি ও নিরাপত্তায় পর্যবসিত করা হইবে।

এবং দ্বিতীয় অর্থ হইল এই যে, এই সকল ইস্তেকামত প্রদর্শনকারী অবিচল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে খোদাতায়ালার কিছু কিছু বান্দা এরূপও হইবে, যাহাদের নিকট খোদার পথে সহ্য দুঃখ-কষ্ট, দুঃখ-কষ্ট বলিয়া মনে হইবে না। তাহাদিগকে যখন খোদাতায়ালার নামের উপর ভীতি প্রদর্শন করা হইবে এবং খোদাতায়ালার নাম নেওয়াতে তাহাদিগকে সন্ত্রস্ত করা হইবে, তখন তাহারা ভয়-ভীতি মুক্ত লোকে পরিণত হইয়া যাইবে। সুতরাং উক্ত শ্রেণীর লোকদিগের সম্বন্ধে আর একস্থলে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন:

الا ان اولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون (يونس : ٦٣)

অর্থাৎ, এই সকল লোক যাহাদের উপর ফেরেস্তাগণ অবতীর্ণ হইয়া বলিবে যে 'চিন্তিত হইও না এবং ভীত হইও না'—তাহাদের মধ্যে কিছু এরূপ লোকও আছে যাহারা পূর্বাহ্নেই চিন্তা ও ভীতি মুক্ত হইয়া থাকিবে, কেননা ইহারা হইল 'আওলিয়া-আল্লাহ্' (—আল্লাহতায়ালার বন্ধু)।

আর উক্ত উভয় অর্থের দিক দিয়া জান্নাত সম্বন্ধে সুসংবাদ সমূহের তাত্ত্বিক অর্থাবলীও ভিন্নতর করা হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ সকল লোক যাহারা শহীদ হইয়া থাকেন তাহাদিগকে যখন ফেরেস্তারা বলেন যে, "ভীত হইও না এবং চিন্তা করিও না, কিম্বা চিন্তা করিও না এবং ভীত হইও না"—তখন ইহার দ্বারা কি অর্থ বুঝায়? তাহারা কি ইহাকে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ বলিয়া মনে করেন? কখনও না। কেননা খোদাতায়ালার পথে তাহারা যাহাকিছু পেশ করিতে চান, তাহা তাহাদের অন্তরের প্রকৃত কামনাই হইয়া থাকে এবং তাহারা ইহাই চাহেন যে, খোদাতায়ালার পথে যেন তাহাদিগকে শহীদ করিয়া দেওয়া হয়।

সুতরাং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জামানায় এরূপ আওলিয়া-আল্লাহ্-ও হইয়াছেন যাঁহারা অত্যন্ত অনুনয় ও বিনয়ের সহিত দোওয়া করাইয়াছেন যে, "ইয়া রাসুলাল্লাহ! দোওয়া করুন, আমরা যেন শহীদ হইতে পারি।" একজন সাহাবী সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, ওহোদের যুদ্ধে তিনি শত্রুর উপর বার বার আক্রমণ চালাইতেন এই উদ্দেশ্যে, যেন তিনি শাহাদত লাভ করিতে পারেন। কিন্তু প্রতি বারই তিনি অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়া আসিতেন। এমন কি, পরিশেষে তিনি নিবেদন করিলেন, "ইয়া রাসু-

লাল্লাহ! আমার জন্য দোওয়া করুন, যেন আমি আর ফিরিয়া না আসি। বরং শহীদ হইয়া যাই।" সুতরাং তিনি শহীদ হইলেন, আর ফিরিয়া আসিলেন না।

সুতরাং খোদাতায়ালার পথে কুরবানী দেওয়াই এই সকল লোকের দৃষ্টিতে জান্নাত বলিয়া বিবেচিত হয়। এমন নয় যে ফেরেস্তারা তাহাদের সহিত ধোকা বা প্রতারণা করিতে থাকেন এবং ছেলে-ভুলানো মিথ্যা আশ্বাস দিয়া থাকেন। যেমন, গরীব মায়েরা কোন কোন সময় বাচ্চাদের আকাঙ্খা পূর্ণ করিতে চান কিন্তু করিয়া উঠিতে পারেন না। তখন ছেলে-ভুলানো মিথ্যা আশ্বাস দিয়া বলেন, "কিছু না, এখনই জিনিস পাইয়া যাইবে, কিম্বা টাকা বা পয়সা পাইবে' অথবা তাহারা বলেন, 'তোমার আব্বা ঘরে ফিরিয়া আসিবেন।" কিন্তু খোদাতায়ালা তো গরীব মায়ের মত নহেন যে তাঁহাকেও ছেলে-ভুলানো মিথ্যা আশ্বাস দান করিতে হইবে; তাঁহার ফেরেস্তারা ও তো রিক্ত-হস্ত হইয়া থাকেন না। হাঁ, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের হৃদয় ও অন্তঃকরণ দেখিয়া থাকেন এবং জানেন যে তাহাদের অন্তরস্থিত আসল মনোবাঞ্ছা কি। সুতরাং ফেরেস্তারা তাহাদের নিকট ইহাও বলিতে আসেন যে, 'ইহাই তো ছিল সেই জান্নাত, যাহার জন্য তোমরা অপেক্ষা করিতেছিলে। সেই জান্নাত লইয়া আমরা আসিয়াছি।" সেই মৃদু মৃদু হাসি যাহা ঐ সকল শহীদের চেহারায় দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, উহা প্রকৃত পক্ষে সেই জান্নাতের সুসংবাদ জনিত মৃদু হাসিই ছিল। তাহাদের হৃদয়ের প্রকৃত অবস্থা দুনিয়া-ওয়ালারা জানে না, বরং তাহারা সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ইঁহারা এই দুনিয়ার মানুষ নহেন। ইঁহারা হইলেন 'আহ্‌লে-বাকা'—যাহারা এই নশ্বর জগতে থাকিয়াও অবিনশ্বরতা সুলভ জান্নাত লাভ করিয়া থাকেন। এবং তাহাদের হৃদয়ের প্রকৃত অবস্থা অনুযায়ী তাহাদের সহিত ব্যবহার করা হয়। সুতরাং তাহারা পূর্ব হইতেই যেহেতু দুঃখ-বেদনা ও ভয়-ভীতি মুক্ত হইয়া থাকেন, সেজন্য তাহাদের সম্বন্ধে এই প্রশ্নই উঠিতে পারে না যে, তাহারা কোন সময়ও দুঃখ ভারাক্রান্ত ও ভীতি-বিহ্বল অবস্থায় কালাতিপাত করিয়া থাকেন। কেননা তাঁহারা আল্লাহ্‌তায়ালার সহযোগে জীবিত থাকেন।

সুতরাং জাতীয় জীবনের যতখানি সম্পর্ক, বাহ্যিকভাবেও সদা যে কোন ভয়-ভীতির অবস্থা শান্তি ও নিরাপত্তায় পর্যবসিত হইতে থাকে। প্রতিটি দুঃখ-বেদনার বিনিময়ে এত কিছুই দান করা হয় যে, এ দুনিয়াতেই উহা জান্নাত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যাহা কুরবানী ও ত্যাগ স্বীকারের পরে প্রদান করা হইয়া থাকে। সাহাবায়ে-কেরাম (রেজওয়ানুল্লাহে আলাইহিম আজমাইন)-এর পবিত্র ইতিহাসও ইহার স্বাক্ষর বহণ করে এবং আমরা—খোদার নগণ্য ও আজেয বান্দাগণ—যে যুগাবর্তনের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছি—এই যুগে আমরাও বারবার ইহাই অবলোকন করিয়াছি যে, খোদাতায়ালার পথে কোন আহমদী যদি কয়েক টাকার ক্ষতি সহ্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে শত শত টাকা দেওয়া হইয়াছে। যদি কয়েক শতের ক্ষতি সাধিত হয় তাহা হইলে সহস্র সহস্র তাহাকে দান করা হয় এবং সহস্র সহস্রের যদি ক্ষতি হইয়া থাকে তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ প্রদান করা হইয়াছে। সুতরাং যে

জামাতকে খোদাতায়ালা এই জামানত ও নিশ্চয়তা দান করিয়া থাকেন যে 'তোমাদের প্রতিটি দুঃখকে আনন্দে পর্যবসিত করা হইবে.'—তাহারা খোদাতায়ালার পথে কি রূপে পশ্চাদ পদ হইতে পারে? যে জামাতের ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করে যে, "তোমাদের প্রতিটি ভয়-ভীতি শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্ত্তিত করিয়া দেওয়া হইবে"—তাহারা কিরূপে কোন ভয়-ভীতিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিতে পারে?

ইহারাই হইলেন ঐ সকল লোক যাহাদের মধ্য হইতে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীদের উদ্ভব ঘটে. যাহারা বিপদাবলীর চোখে চোখ মিলাইয়া অগ্রসরমান হন। তাহারা জানেন, অতীত তাহাদের জন্য কি বহিয়া আনিয়াছিল। সুতরাং তাহারা ঐ সকল বিপদাবলীরও সাক্ষী, যেগুলি তাহাদের উপর আসিয়াছে। আর ঠিক তেমনি তাহারা সাক্ষী হইয়া থাকেন ঐ সকল জান্নাত সম্বন্ধেও, যেগুলি বিপদাবলীর আবর্তনের পরে চিরকালই তাহাদিগকে প্রদান করা হয়। এমতাবস্থায় তাহারা যখন আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে আহ্বান করেন, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন:

ومن احسن قولا ممن دعا الى الله

—দেখ! দেখ! ঐ সকল বান্দাদের চাইতে আর কাহার দাবী অধিক সুন্দর হইতে পারে? বিপদাবলীর সকল আবর্তন অতিক্রম করিবার পর ইহারা আমার দিকে আহ্বান জানাইতেছে। পূর্বে ইহারা বলিয়াছিলেন, "রব্ব হইলেন আমাদের।" এখন বলিতেছেন, "হে দুনিয়াবাসী! তোমরাও সেই রব্বেরই (আনুগত) হইয়া যাও।" নিজেদের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে. 'আমরা তো এরূপ মহামর্যাদাপূর্ণ সম্পদ লাভ করিয়াছি যে আমাদের হৃদয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে—'হায়! তোমরাও যেন এই মহা সম্পদ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিতে পার।" এই জোশ ও জয্‌বার সহিত মানুষকে তাহারা খোদাতায়ালার দ্বীনের দিকে আহ্বান জানায়।

ইহারা হইল ঐ সকল লোক. যাহাদের বেলায় এক আরব কবির নিম্নরূপ পংক্তি-দ্বয়ের প্রয়োগ হয়:

ولا يكشف الغماء الا ابن غرة
يرى غمرات الموت ثم يزورها

অর্থাৎ—তাহারা বিপদাবলী কিম্বা ঐ সকল স্থান যেখানে মৃত্যুর অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপদাবলী ভিড় জমাইতেছে এবং তাহাদের মুখমণ্ডল অন্ধকার রাত্রির ন্যায় কালো হইয়া পড়িয়াছে—এইরূপ বিপদাবলীকে আর কেহ অপসারিত করিতে সক্ষম নয়। একমাত্র স্বাধীন মায়ের সেই সন্তানই এই সকল বিপদকে তিরোহিত করিতে পারে, যে উহাদের চোখে চোখ মিলাইয়া উহাদের দিকে অগ্রসর হয়. আর তারপর উহাদের মধ্যে ঝাপাইয়া পড়ে এবং প্রতিটি অন্ধকারকে আলোকে রূপান্তরিত করিয়া দেয় এবং প্রতিটি মৃত্যুকে জীবন দান করে।

সুতরাং ইহারা হইল ঐ সকল লোক. যাহারা বলে—'রাব্বুনাল্লাহু'। তারপর উক্ত

দাবীতে তাহারা দৃঢ় ও অবিচল থাকে, তাহাদের উপর খোদাতায়ালার ফেরেশ্‌তাগণ নাজেল হন। তাহাদের প্রতিটি অন্ধকার আলোকে পরিবর্তিত করা হয়; আর তারপর তাহারা অন্ধকারে বসবাসকারী প্রতিটি ব্যক্তিকে সেই নূর ও আলোকের দিকে আহ্বান জানায়। তাহাদের প্রতিটি দুঃখ আনন্দে রূপান্তরিত করা হয়; আর তারপর তাহারা জগৎবাসীর নিকট আগাইয়া যায় এবং বলে, "আইস, আমরা তোমাদের দুঃখ-কষ্টও বহণ করিয়া লই এবং সেগুলিকে আনন্দ-পুলকে রূপান্তরিত করি।" ইহারা হইল ঐ সকল লোক, যাহাদিগকে ভয়-ভীতি দেখানো হয় কিন্তু তাহারা ভয়-ভীতিতে ভীত হয় না, বরং দুনিয়ার ভয়-ভীতি অপসারিত করিবার উদ্দেশ্য দুনিয়ার দিকে আগাইয়া যায়।

ইঁহারাই হইলেন দা'য়ী-ইলাল্লাহ্। আমাদিগকে আল্লাহ্‌র দিকে এইরূপ আহ্বানকারীই হইতে হইবে। কেননা দুনিয়া সহস্র প্রকার অন্ধকারে আচ্ছন্ন সহস্র প্রকারের ভয়-ভীতিতে জর্জরিত, সহস্র প্রকারের দুঃখ-বেদনায় মানবহৃদয় ভারাক্রান্ত ও ক্ষত-বিক্ষত। সুতরাং হে আহমদী! আগুয়ান হও, এবং এই সকল ভয়-ভীতি দূরীভূত কর, এই সকল অন্ধকারকে আলোকমালায় রূপান্তরিত কর এবং এই সকল দুঃখ-বেদনাকে সুখ-শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তায় পর্যবসিত করিয়া দাও। কেননা, তোমার তকদীরে ইহাই লিখিত হইয়াছে।

(আজ-ফজল, ২রা মে ১৯৮৩ইং)

অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

প্রত্যেক আহমদী স্মরণ রাখিবেন

৩০শে জুন—লাজেমী চাঁদার আর্থিক বৎসরের শেষ তারিখ

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) বলেন :

"এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, খোদাতায়ালার সহিত মিথ্যা বলার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। খোদাতায়ালা আপনাকে যদি এক কোটি দিয়ে থাকেন আর আপনি যদি চাঁদা দেন দুই/এক লাখের উপর, এবং বলেন যে, তিনি এক লাখই দিয়েছেন তা'হলে আপনি কি মনে করেন যে নাউযুবিল্লাহ খোদা আপনাকে যে এক কোটী দিয়েছিলেন, তা ভুলে গিয়েছেন? তোমাদের উচিত, তোমরা নিজেদের আয় (income) সঠিক জানাও, তারপর নিজেদের অবস্থাবলীর প্রেক্ষিতে উহার উপর নিয়মিত হারে কমি করার জন্য দরখাস্ত দাও। এরূপ প্রতিটি দরখাস্ত আমি মঞ্জুর করবো। আমার মোটেও ইহার কোন চিন্তা নাই যে কাজ কিরূপে সমাধা হবে।..... চিন্তা হলো আমার এই যে কোন একজন আহমদীও যেন বিনষ্ট না হয়। যারা দুর্বলতা দেখাচ্ছে তাদেরকে ইসলাহ্ ও আত্মসংশোধনের সুযোগ দিয়ে এবং তাদেরকে নিজেদের সহিত মিলিত করে আমাদের অগ্রসরমান হতে হবে। সেজন্য এরূপ ভাইদের যেখানে ইসলাহ্ করার চেষ্টা করুন সেখানে তাদের জন্য দোওয়াও করুন।"

("স্পেনে মসজিদে-বাশারত উদ্বোধনী খোৎবা" পাক্ষিক আহ্‌মদী তাং ১৫-১০-৮২ইং)

বাংলাদেশের প্রতিটি আহমদীর নিকট
হুজুর (আইঃ)-এর একটি পবিত্র আকাঙ্খা

[হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) সম্প্রতি জনৈক আহমদী ভ্রাতার নিকট প্রেরিত এক পত্রে বড়ই ঈমানবর্ধক ভাষায় বাংলাদেশের প্রত্যেক আহমদী পুরুষ ও মহিলাকে 'দা'য়ী-ইলাল্লাহ' হওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁহার গভীর আগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়া সকলের জন্য বিশেষভাবে দোওয়া করিয়াছেন। বন্ধুদের বিশেষ অবগতির জন্য পত্রটির সংশ্লিষ্ট অংশের বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল—আহমদ সাদেক মাহমুদ]

"আহমদীদের মধ্যে বর্তমানে সারা বিশ্বে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে এক অসাধারন জাগরণের সৃষ্টি হইয়াছে এবং 'দাওয়াত ইলা-ল্লাহ্‌'র (আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বানের) প্রতি সকলের জোশ ও উদ্দীপনা বাড়িয়া চলিয়াছে। খোদা করুন, আসমান হইতে অবতীর্ণ এই 'এলাহী নুসরত' হইতে বাংলাদেশও যেন পর্যাপ্ত অংশ লাভ করে, সমগ্র জামাতের প্রতিটি পুরুষ ও মহিলাই যেন 'দা'য়ী-ইলা-ল্লাহ্‌' (আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী হইয়া যান, যাহাতে কয়েক শতাব্দী পর সম্ভাব্য রূহানী বিপ্লব যেন কয়েক বৎসরেই সাধিত হইতে পারে। জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিকে সালাম। আমি বাংলদেশের অবস্থাবলী সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল রহিয়াছি এবং একান্ত দরদে-দিলের সহিত আপনাদের জন্য দোওয়া করিতেছি।

ওয়াসসালাম

খাকসার—

তাং ৩১/৫/৮৩

মির্যা তাহের আহমদ

খলিফাতুল মসীহ রাবে

শুভ বিবাহ

১। বিগত ১০ই জুন ১৯৮৩ইং শুক্রবার ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদে জুময়ার নামাযের পর সদর মুরুব্বী মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ সাহেবের ২য়া কন্যা মোসাম্মত তাসনীম কাওসারের সহিত রমজান বেগ (মুন্সীগঞ্জ) নিবাসী মরহুম মাষ্টার মোহর আলী সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র জনাব জিল্লুর রহমান, এম, এস-সি (২য় বর্ষ), পোষ্টাল ইন্সপেক্টর-এর বিবাহ ১২০০০ (বার হাজার) টাকা দেন-মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান সদর মুরুব্বী মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে উক্ত বিবাহ সর্বতোভাবে বাবরকত হওয়ার জন্য দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

২। বিগত ১৩-৫-৮৩ইং রোজ শুক্রবার বাদ মাগরেব কুমিল্লা জেলার দুর্গারামপুর নিবাসী জনাব মরহুম মোঃ ফজলুল করিম সাহেবের প্রথম পুত্র জনাব তফাজ্জল হুসেনের সহিত একই জেলার খরমপুর নিবাসী জনাব গোলাম ছাত্তার খাদেম সাহেবের সর্ব কনিষ্ঠ কন্যা মোসাম্মৎ ফিরোজা বেগম (ডেজীর) শুভ বিবাহ বিশ হাজার এক টাকা দেন মহোর-ধার্যে মসজিদে মোবারক, বাম্মনবাড়ীয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহ পড়ান জনাব মৌঃ সলিমুল্লা সাহেব, সদর মোয়াল্লেম। উক্ত বিবাহের সর্বময় মঙ্গলের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোয়ার আবেদন জানানো যাইতেছে।

৩। বিগত ২৭শে জুন '৮৩ইং বাদ নামাজ মাগরিব সুন্দরবন আহমদীয়া মসজিদে প্লেটখানী (সুন্দরবন) নিবাসী জনাব আরবে আলী সাহেবের কন্যা মোসাম্মত মাহ্‌মুদার সহিত ভেটখালী নিবাসী সুফী সাকিমুদ্দীন সাহেবের পুত্র জনাব ফরিদ আহমদের বিবাহ ৭৫০ (সাত পঞ্চাশ) টাকা দেন-মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান সুন্দরবন জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মৌঃ শামসুর রহমান সাহেব। উক্ত বিবাহ সর্বতঃ রূপে বাবরকত হওয়ার জন্য সকলের নিকট দোওয়ার আবেদন জানানো যাইতেছে।

সংবাদ

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এর ৯ম বার্ষিক তরবিয়তী ক্লাশ সাফল্যজনকভাবে সমাপ্ত

সকল প্রসংশা একমাত্র আল্লাহতায়ালার যিনি তাঁর অশেষ ফজলে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৯ম বার্ষিক তরবিয়তী ক্লাশকে অযাচিতভাবে কামিয়াবী দান করেছেন!

গত ২৭শে মে '৮৩ রোজ শুক্রবার বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে ১৫দিন ব্যাপী তরবিয়তী ক্লাশের কর্মসূচী শুরু হয়। বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব অসুস্থ থাকায় নায়েব আমীর মোহতরম আলী কাশেম খান চৌধুরী সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন।

প্রতিদিন ভোর রাত ৩-৩০মিঃ হতে বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচী শুরু হয়ে রাত ১০টায় শেষ হ'ত।

ভাবগম্ভীর দোয়া, জিকরে এলাহী ও স্বর্গীয় রুহানী পরিবেশের মধ্যে যুবকদের সহি তালীম ও তরবিয়ত দানের উদ্দেশ্যে হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর "দায়ী ইলাল্লাহ" তাহরিক পালনের প্রচেষ্টায় তবলীগি জ্ঞানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া ছাড়াও পবিত্র কোরআন, হাদিস, দ্বীনি মসলা-মাসায়েল, আরবী-উর্দু, সিল-সিলার কিতাব, ইসলাম ও আহমদীয়াতের ইতিহাস, খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্মসূচী, ত্রিত্ববাদের অসারতা, কমিউনিজম ও পুজিবাদী অর্থনীতির ত্রুটি সমূহ এবং ইসলামী অর্থ-নীতির বৈশিষ্ট, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসহ, সাধারণ জ্ঞান, শত বার্ষিকী জুবিলী পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়গুলি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। বা-জামাত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়েরও ব্যবস্থা ছিল। জামাতের বিশিষ্ট চিন্তাবিদগণ অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাদের মূল্যবান সময় ও পরিশ্রম দান করে উপরোক্ত বিষয়ে ছাত্রদের শিক্ষাদান করেছেন।

শিক্ষকদের মধ্যে সদর মুরুব্বী মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সদর মুরুব্বী মৌলানা আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব, সদর মোয়াল্লেম মোঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমীয়ার মোহতারম নায়েব আমীর-১ জনাব আলী কাশেম খান চৌধুরী সাহেব, নায়েব আমীর-২ মোহতারম মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব, সেক্রেটারী ইসলাহ ও ইরশাদ মোহতারম মাজহারুল হক সাহেব, বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর নায়েমে আলা জনাব ওবায়দুর রহমান ভূইয়া সাহেব ও নায়েব নায়েমে আলা জনাব শহিদুর রহমান সাহেব, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ন্যাশনাল কায়েদ জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ সাহেব ও ন্যাশনাল মোতামাদ জনাব আবদুল জলিল সাহেব, সিটি কায়েদ জনাব আমিরুল হক সাহেব প্রমুখ ব্যক্তিগণ ছিলেন।

এ অর্ধ মাসব্যাপী তরবিয়তী ক্লাশের শেষ দিকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত পরীক্ষা, প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন খেলাধুলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ী ১ম, ২য়

ও ৩য় স্থান অধিকারীদের পুরুস্কার দেয়া হয়।

এ তরবিয়তী ক্লাশে যোগদানকারী প্রতিনিধিত্বমুলক মজলিসের সংখ্যা ছিল ৩০টি। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নিয়মিত ও অনিয়মিত অংশগ্রহণকারী ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১১০জন।

এস এস সি ও এইচ এস সি পরীক্ষার্থী যারা পরীক্ষাত্তোর অবসর সময় কাটাচ্ছিল তাদের জন্য এ ক্লাশ বিশেষ ফায়দাজনক বলে প্রতীয়মান হয়।

সমাপ্তি ও পুরুস্কার বিতরণী অধিবেশনে সমাপ্তি ভাষণে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের নিজ জীবনের গৃহীত শিক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে উদাত্ত আহ্বান জানান। আহাদ পাঠের পর ইজতেমায়ী দোওয়া করিয়ে ক্লা শের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ফরিদ আহমদ
সেক্রেটারী, তরবিয়তী ক্লাশ কমিটি

(ফলাফল আগামী সংখ্যায় দেয়া হবে)

বিভিন্ন জামাতে বিশেষ দ্বীনি আলোচনা সভা

চট্টগ্রাম ঃ

আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে চিটাগং মজলিসে আনসারুল্লার উদ্যোগে গত ২১শে মে '৮৩ রোজ শনিবার বিকাল ৫-৩০ হইতে ৮-৩০ পর্যন্ত একটি দ্বীনি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আমীর জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেব।

কোরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর সভার কাজ আরম্ভ করা হয়। আহমদীয়তের ভূমিকা এবং সারা বিশ্বে আহমদীয়তের প্রচারও প্রসার, মানবসেবা, রুহানী উন্নতি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেব এবং যয়ীমে আলা জনাব মোসলেহ উদ্দিন আহমদ খান সাহেব। বন্ধুগণ বিশেষ আগ্রহের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করেন এবং খুব মুগ্ধ হন। আহ্‌মদীগণ ব্যতীত উপস্থিতবৃন্দের মধ্যে ছিলেন ডাক্তার, প্রফেসার, উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও বিশেষ গণ্যমান্য ২৮ জন অপরাপর ভ্রাতা। সভার শেষে বন্ধুগণকে চা-চক্রে আপ্যায়িত করা হয়।

মাগরিবের নামাজের পরে স্পেনের মসজিদে বাশারতের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানগুলি বিশেষ আগ্রহের সহিত দেখেন এবং উক্ত তবলীগ প্রোগ্রামের বিশেষ প্রসংসা করেন। দোওয়ার পরে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

—এম, এ, আজিজ, জেনারেল সেক্রেটারী,
মজলিসে আনসারুল্লাহ্ চট্টগ্রাম।

ক্রোড়া ঃ

গত ১৯-৫-৮৩ইং ক্রোড়া মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে ভূঞা পাড়াস্থ হালকায় এ সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ হইতে রাত্রী ১১টা পর্যন্ত একটি আকর্ষণীয় আলোচনা সভা

অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব ইদ্রিস আহমদ সাহেব। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন অত্র এলাকার বহু সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং জামাতের সকল শ্রেণীর আহমদী ভ্রাতাগণ। নিম্নলিখিত বিষয়টির উপর বক্তাগণ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন : ১। আহমদীয়া জামাতের বৈশিষ্ট্য : জনাব আবদুল কাদের মণ্ডল সাহেব (স্থানীয় মোয়াল্লেম) ২। ওফাতে ঈসা (আঃ) জনাব এনামুল হক ভূঞা সাহেব। ৩। ইসলাম ও জামাতে আহমদীয়া :—জনাব আফজাল হোসেন ভূঞা সাহেব। ৪। সাদাকাতে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)—জনাব মৌঃ সলিমউল্লাহ সাহেব। (সদর মোয়াল্লেম)। অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে মাঝে মাঝে সুললিত কণ্ঠে নযম পাঠ করেন, জনাব ইব্রায়েতুল হাসান সাহেব। পরিশেষে সভাপতি সাহেব সারগর্ভ ও ঈমান উদ্দীপক ভাষণ দান করেন এবং দোওয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য যে, সভা শেষে উপস্থিত সকলকে চা-চক্রে আপ্যায়িত করা হয় এবং উপস্থিত গায়ের আহমদী ভ্রাতাদের সহিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। (সংবাদদাতা)

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্নিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)

"আর্নিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দূর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্নিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্নিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক :—এইচ, পি, বি, ল্যাবর‍্যাটরীজ

পরিবেশক :—হোমিও প্রচার ভবন,

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা।

১, আবদুল গণি রোড,

জি, পি, ও বক্স নং ৯০৯, ঢাকা-২ ফোন : ২৫৯০২৪

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ্‌ মাওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

(এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"
অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the proppprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar